সংবাদ

তারিখ ...27 AUG 2007...
পৃষ্ঠা ... 12 কলাম ... 7 ...

যশোরে পাসের হার ৫৯.৪৮ জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১৯১

যশোর অফিস

গতকাল রোববার প্রকাশিত এইচএসসির ফলাফলে যশোর বোর্ডে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪৮ ভাগ। বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৮ হাজার ১৩৪ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছে ৪৬ হাজার ৪৭৮ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ১৯১ জন। জিপিএ-৫ এর ভিত্তিতে এগিয়ে আছে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। পাসের হারের বিবেচনায় সেরা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

এদিকে বোর্ডের ৫টি কলেজ থেকে কোন শিক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৮ হাজার ৫৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করে ৫ হাজার ২৮ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৭ জন। এ বিভাগে পাসের হার ৭০ দশমিক ২৭ ভাগ। মানবিক বিভাগ থেকে অংশ নেয় ৫০ হাজার ৩৩৪ জন। পাস করেছে ২৬ হাজার ১৬৭ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯৯ জন। পাসের হার ৫১ দশমিক ৯৯ ভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা

হার : পৃঃ ২ কঃ ৭

হার : পাসের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগ থেকে অংশ নেয় ১৯ হাজার ২২২ জন। পাস করেছে ১৪ হাজার ২৮৩ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯৫ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩১ ভাগ।

জিপিএ-৫'র ভিত্তিতে সেরা ১০

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ (১৭৫), খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (৮৪), খুলনা সরকারি এমএম সিটি কলেজ (৬৮), খুলনা পাবলিক কলেজ (৫৯), ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (৪৮), কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ (৪০), যশোর বিএএফ শাহীন কলেজ (২৯), ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ (২৫), চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ (১৪) এবং ঝিকরগাছার শেখ আকিজ উদ্দিন কলেজিয়েট স্কুল।

পাসের হারের ভিত্তিতে সেরা ১০

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (১০০ ভাগ), যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ (৯৭.৭৮ ভাগ), ঝিকরগাছার শেখ আকিজ উদ্দিন কলেজিয়েট স্কুল (৯৬.৬৭ ভাগ), খুলনা পাবলিক কলেজ (৯৫.২৭ ভাগ), নওয়াপাড়া মডেল কলেজ (৯৪.৯৬ ভাগ), আশাশুনির হাজী জালাল উদ্দিন আদর্শ কলেজ (৯৪.৫৫ ভাগ), বুধহাটা বিবিএম কলেজিয়েট স্কুল (৯৪.১২ ভাগ), খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (৯৩.০৬ ভাগ), মহেশপুরের যাদবপুর কলেজ (৯২.৯৮ ভাগ) এবং শৈলকুপার কাতলাগাড়ি কলেজ (৯০ ভাগ)।

যশোর জেলা শীর্ষে

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের ১০ জেলার মধ্যে এবার যশোর জেলা শীর্ষে। এ জেলায় পাসের হার ৬৭ দশমিক ২৫ ভাগ। পর্যায়ক্রমে অন্য ৯টি জেলা হচ্ছে, ঝিনাইদহ (৬৩.৫৮), সাতক্ষীরা (৬০.৮২), খুলনা (৫৮.৮৭), চুয়াডাঙ্গা (৫৬.০১), কুষ্টিয়া (৫৫.৯১), মেহেরপুর (৫৫.৯৪), মাগুরা (৫৩.৭০), নড়াইল (৫১.৩২) ও বাগেরহাট (৫০.৯৩)।

যে ৫টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের ৫টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। কলেজগুলো হচ্ছে- দাকোপের বটবুনিয়া কলেজিয়েট স্কুল, খালিশপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তেরখাদার শাপলা কলেজ, বাগেরহাট খান জাহান আলী মহিলা কলেজ ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর হুসাইন আবাদ হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল।

কুমিল্লায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫০৬ জন পাসের হার ৬৫.৭৫

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৬৫ দশমিক ৭৫ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫০৬ জন পরীক্ষার্থী। গত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার বেশি। কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর ৪৬ হাজার ৫৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৬

পাসের : পৃঃ ২-কঃ-৭

পাসের : হার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৭৩ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ৩০ হাজার ২৯৫ জন পরীক্ষার্থী। পুরুষ ১৬ হাজার ৯১৮ ও মহিলা ১৩ হাজার ৩৭৭ জন।

বিভাগওয়ারি পাসের হার হচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগে ৪ হাজার ৪৬৩ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৮৫৪ জন পুরুষ ও মহিলা ১ হাজার ৫০৯ জন। পাসের হার ৫৮ দশমিক ০৭ ভাগ। মানবিক বিভাগে ১৭ হাজার ৮৮৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাস করেছে ১০ হাজার ৬২৮ জন। পুরুষ ৩ হাজার ৪১৫ জন ও মহিলা ৭ হাজার ২১৩ জন। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪২ ভাগ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২০ হাজার ৫৭ জন। পাস করেছে ১৫ হাজার ২০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১০ হাজার ৫৪৯ জন ও মহিলা ৪ হাজার ৬৫৫ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ১৭ ভাগ। বিভাগওয়ারি জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে ৩৬৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২২২ জন ও মহিলা ১৪৫ জন। মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৮ জন ও মহিলা ১৮ জন। ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬৯ জন ও মহিলা ৩৪ জন।

রাজশাহীতে বেড়েছে পাসের হার, কমেছে জিপিএ-৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬১ দশমিক ৮৯ ভাগ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮১৮ জন। বোর্ডের শীর্ষ দশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেরা স্থান দখল করেছে রাজশাহীর নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। এখান থেকে ১৫৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাস করেছে ৫০৩ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ২১।

তৃতীয় অবস্থান, দখল করে বগুড় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। এখানে ৫১৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ৫১৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৯ জন। বগুড়ার সরকারি এ এইচ কলেজ চতুর্থ স্থান অর্জন করে।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জিপিএ : পৃঃ ২ কঃ ৭

জিপিএ : রাজশাহীতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

রাজশাহী বোর্ডের শীর্ষ দশের মধ্যে পঞ্চম হয়েছে। দিনাজপুর সরকারি কলেজ ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। রংপুর সরকারি কলেজ সপ্তম অবস্থান দখল করেছে। অষ্টম অবস্থানে আছে পাবনার শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ। এছাড়া নবম ও দশম স্থান দখল করেছে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। আটটি কলেজ থেকে একজনও পাস করেনি। এর মধ্যে গাইবান্ধা জেলার চারটি কলেজ রয়েছে। আবার চারটি কলেজ থেকে শতভাগ পাস করেছে।

শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজে ১ হাজার ৩৮৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে ১ হাজার ২৭৬ জন পাস করে। যা শতকরা ৯২ দশমিক ২৬ ভাগ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩০৮ জন শিক্ষার্থী। নবম স্থানের অধিকারী রাজশাহী সিটি কলেজ থেকে ৪৬ জন এবং দশম অবস্থানে থাকা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এ বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার শতকরা ৬১ দশমিক ৮৯ ভাগ। যা গতবারের তুলনায় পাঁচ ভাগেরও বেশি। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয় মোট এক লাখ দুই হাজার ১০৮ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে সব বিষয়ে পাস করেছে ৬৩ হাজার ১৯৩ জন।

রাজশাহী বোর্ড থেকে এবার শতভাগ পাস করার গৌরব অর্জন করেছে পার্বতীপুরের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ। আবার একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি গাইবান্ধা জেলার বুড়াবুড়ি অজিতুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোডাগাড়ী মহিলা মডেল কলেজ, সাহারগাছি মডেল বিএম বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, আমলাগাছি কলেজ; সিরাজগঞ্জ জেলার কুরিপাড়া কলেজ, জয়পুরহাট জেলার মোলামগাড়ি আদর্শ কলেজ, রংপুর জেলার শ্যামপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ এবং ঠাকুরগাঁও জেলার নওদাবগাঁ কলেজ থেকে।

সেরা কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সবাই খুশি। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ফলকে সার্বিকভাবে সন্তোষজনক উল্লেখ করে বোর্ডের সচিব বলেন, কড়া নজরদারির কারণে এই উন্নতি হয়েছে। পাসের হার গতবারের তুলনায় পাঁচ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সবার মাঝেই দেখা গেছে আনন্দের বন্যা।